পুরাকীর্তি আইন ১৯৬৮

[মূল ইংরেজী আইন হইতে অনূদিত বাংলা পাঠ।]

পুরাকীর্তি আইন, ১৯৬৮

(১৯৬৮ সনের ১৪ নং আইন)

পুরাকীর্তি সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইন সুসংহত ও সংশোধনের লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে সমতা অর্জন সম্পর্কে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩১ এর দফা (২) এর অর্থে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন প্রয়োজন ঃ

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন**।- (১) এই আইন পুরাকীর্তি আইন, ১৯৬৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -

(ক) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ।

(খ) "প্রাচীন" অর্থ শত বৎসরের পূর্ববর্তী যেকোন সময়ের বা তৎকালের সহিত সম্পর্কিত বা জড়িত;

(গ) "পুরাকীর্তি" অর্থ -

(অ) মানব সম্পর্কিত কার্যক্রম স্থাবর বা অস্থাবর বর্ণনাধর্মী শিল্পকর্ম, স্থাপত্য, কারুকর্ম, প্রথা, সাহিত্য, নৈতিকতা, রাজনীতি, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, বিজ্ঞান অথবা সভ্যতা বা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যবহ যেকোন প্রাচীন দ্রব্য,

(আ) ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সামরিক অথবা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সম্পর্কিত যে কোন প্রাচীন বস্তু বা স্থান, এবং

(ই) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পুরাকীর্তি ঘোষিত যেকোন প্রাচীন বস্তু বা অনুরূপ বস্তুর শ্রেণী ;

(ঘ) "ডিলার" অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি পুরাকীর্তি ক্রয় বা বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত এবং পুরাকীর্তি ব্যবসা অর্থ অনুরূপ ব্যবসা পরিচালনা করা ;

(ঙ) "পরিচালক" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক, এবং এই আইনের অধীন পরিচালক কর্তৃক তাহার সকল কার্যক্ষমতা প্রয়োগ অথবা সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

০৬/৮/১০৬

(চ) "রপ্তানি" অর্থ স্থল, নৌ বা আকাশ পথে বাংলাদেশের বাহিরে লইয়া যাওয়া ;
(ছ) "স্থাবর পুরাকীর্তি" অর্থ নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের যেকোন পুরাকীর্তি, যথা ঃ-

(অ) ভূমি অথবা পানির নীচে অবস্থিত যেকোন পুরাতাত্ত্বিক বস্তু ;
(আ) যেকোন পুরাতাত্ত্বিক ঢিবি, স্তুপ, সমাধিস্থল অথবা কৌতূহল-উদ্দীপক স্থান অথবা প্রাচীন বাগান, কাঠামো, ভবন, স্থাপনা, অথবা ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, সামরিক কিংবা বৈজ্ঞানিক উৎসহব্যঞ্জক অন্য কোন কাজ,
(ই) ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, শৈল্পিক অথবা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-উদ্দীপক অথবা ভাস্কর্য, খোদাই, লেখমালা বা চিত্রকর্ম এবং এই ধরণের কৌতূহল উদ্দীপক বস্তুর ধারক, যে কোন প্রকার শিলা, গুহা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু,

এবং ইহা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে-

(১) কোন ফটক, দরজা, জানালা, প্যানেল খচিত ড্যাডোস, সিলিং, লেখমালা, দেয়াল- চিত্র, কারুশিল্প, লৌহজাত শিল্পকর্ম অথবা ভাস্কর্য বা একটি স্থাবর পুরাকীর্তি সংযুক্ত বা ঝোলানো কোন বস্তু,
(২) একটি স্থাবর পুরাকীর্তির অবশিষ্টাংশ;
(৩) একটি স্থাবর পুরাকীর্তির স্থান ;
(৪) একটি স্থাবর পুরাকীর্তির স্থান সংলগ্ন ভূমি বা জলভাগ যাহা উক্ত পুরাকীর্তিকে বেষ্টনি বা আচ্ছাদন বা অন্য কোনভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রযোজন ;
(৫) একটি স্থাবর পুরাকীর্তিতে প্রবেশের এবং পরিদর্শনের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি এবং ;
(৬) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিন্যাস, স্থাপত্য বা নির্মাণ সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যের বিচারে জনগুরুত্বপূর্ণ হিসাবে সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংরক্ষিত ঘোষিত বিশেষ মূল্যের কোন পৌর এলাকার রাস্তা, ভবনাদি অথবা গণ- জমায়েত স্থলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(জ) মালিক অর্থে -

(অ) মালিকের নাবালকত্ব বা অন্যকোন অসামর্থ্যের কারণে কর্মে অক্ষম হইলে তাহার পক্ষে আইনসঙ্গতভাবে কাজ করিবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি ;
(আ) নিজের এবং অন্যান্য যৌথ-মালিকগণের এবং অনুরূপ মালিকের উত্তরাধিকারীর স্বার্থে তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন যৌথ- মালিক; এবং
(ই) ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী কোন ব্যবস্থাপক অথবা ট্রাস্টি এবং অনুরূপ ব্যবস্থাপক অথবা ট্রাষ্টির দপ্তরের উত্তরাধিকারীগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

০৬/৮/০৬

(ঝ) "সংরক্ষিত পুরাকীর্তি" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন ঘোষিত কোন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।

৩। **উপদেষ্টা কমিটি।**-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে সরকার একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে, যথা -

(ক) পরিচালক, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
(খ) জাতীয় সংসদের দুইজন সংসদ সদস্য, এবং
(গ) পুরাকীর্তির উপর বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন অপর তিনজন ব্যক্তি।

৪। **কোন দ্রব্য, ইত্যাদি পুরাকীর্তি কিনা তদসম্পর্কে বিরোধ।**-এই আইনের ব্যবহৃত অর্থে কোন দ্রব্য, বস্তু বা স্থান পুরাকীর্তি কিনা তদসম্পর্কে বিরোধের উদ্ভব হইলে ইহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং সরকার, উপদেষ্টা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে উক্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫। **মালিকানাবিহীন পুরাকীর্তির হেফাজত, সংরক্ষণ, ইত্যাদি।**- যেক্ষেত্রে পরিচালক মালিকানাবিহীন কোন পুরাকীর্তির আবিস্কার অথবা অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন তথ্য প্রাপ্ত হন অথবা অন্য কোনভাবে অবগত হন, সেইক্ষেত্রে পরিচালক প্রাপ্ত তথ্য বা অবগতির সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর পুরাকীর্তির হেফাজত, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬। **প্রবেশ, পরিদর্শন, ইত্যাদির ক্ষমতা।**- (১) পরিচালক কোন চত্বর, স্থান বা এলাকায় যে স্থানে বা স্থানের মাটির তলে কোন পুরাকীর্তি রহিয়াছে বা ধারণকৃত আছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে মনে করিলে, যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদানের পর, ঐ সকল চত্বর, স্থান বা এলাকায় প্রবেশ, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত পদ্ধতিতে অনুরূপ চত্বর, স্থান বা এলাকায় প্রত্নতত্ত্বস্থল (site building), বস্তু, বা পুরাকীর্তি বা পুরাকীর্তির অবশিষ্টাংশের আলোকচিত্র গ্রহণ, অনুকৃতি তৈরি অথবা পুনঃসংস্করণ করাইতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত চত্বর, স্থান অথবা এলাকার মাল্লিক অথবা দখলদার পরিচালককে যুক্তিসঙ্গত সকল প্রকার সুযোগ ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বা ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারণকৃত বা প্রস্তুতকৃত আলোকচিত্র, অনুকৃতি বা পুনঃসংস্করণ, যে বস্তুর আলোকচিত্র, অনুকৃতি বা পুনঃসংস্করণ ধারণ বা প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই বস্তুর মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনের ফলে কোন সম্পত্তির বাস্তব ক্ষয়ক্ষতি ঘটিলে, পরিচালক উহার মালিককে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

৭। **পুরাকীর্তি ধারণকারী ভূমি অধিগ্রহণ।**- যদি সরকারের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন ভূমিতে পুরাকীর্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে সরকার জনস্বার্থে উক্ত ভূমি, বা

উহার যে কোন অংশ ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সনের ১ নং আইন) এর অধীন অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। **পুরাকীর্তি ক্রয়, লীজ গ্রহণ, ইত্যাদি।**- (১) পরিচালক, সরকারের পূর্ব মঞ্জুরী সাপেক্ষে যেকোন পুরাকীর্তি ক্রয়, বা ইজারা গ্রহণ বা উপঢৌকন অথবা ইচ্ছাপত্র দ্বারা প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) পুরাকীর্তি অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত পরিচালক, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ চাঁদা ও দান দ্বারা গঠিত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে কোন চাঁদা বা দান যে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় উহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

৯। **পুরাকীর্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রক্রয়ের অধিকার।**- (১) যেক্ষেত্রে পরিচালক কোন পুরাকীর্তি বা পুরাকীর্তি ধারণকারী কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব অথবা বিক্রয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন তথ্য প্রাপ্ত হন বা অন্যকোনভাবে অবগত হন, সেইক্ষেত্রে তিনি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, অনুরূপ পুরাকীর্তি বা সম্পত্তির বিষয়ে অগ্র-ক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি অনুরূপ অধিকার প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহা হইলে বিক্রয় সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত ব্যক্তিকে তদনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) যদি পরিচালক উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ প্রদানের তিন মাসের মধ্যে কোন পুরাকীর্তি অথবা সম্পত্তির বিষয়ে অগ্র-ক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর পুরাকীর্তি অথবা সম্পত্তিটি যে কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে পরিচালকের নিকট একটি নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান ব্যতীত, কোন পুরাকীর্তি অথবা সম্পত্তি যাহার সম্পর্কে উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া সম্পাদিত সকল বিক্রয় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপে বিক্রয়কৃত পুরাকীর্তি বা সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

১০। **সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণা।**-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোন পুরাকীর্তিকে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের একটি অনুলিপি পুরাকীর্তির মালিককে প্রেরণ করিতে হইবে এবং স্থাবর পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে, পুরাকীর্তি সংলগ্ন অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে স্থাপন করিতে হইবে।

৩ ০৬/৮/০৬

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি সরকার কর্তৃক বাতিল করা না হইলে, তৎসংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনটি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তির চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৪) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ আইন, ১৯০৪ (১৯০৪ সনের ৭ নং আইন) এর অধীন সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন ঘোষিত পুরাকীর্তিসমূহ সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হইবে।

১১। **সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণার বিরুদ্ধে আবেদন।**- (১) ধারা ১০ এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত কোন পুরাকীর্তির মালিক অথবা উক্ত পুরাকীর্তিতে স্বত্ত্ব বা অধিকারসম্পন্ন কোন ব্যক্তি উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন জারীর তিন মাসের মধ্যে উক্ত প্রজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার আবেদনকারীকে শুনানীন সুযোগ প্রদান করিয়া এবং উপদেষ্টা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে উক্তরূপ আপত্তির যুক্তিসঙ্গত ও পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করিবে।

১২। **চুক্তি দ্বারা পুরাকীর্তির তত্ত্বাবধান।**- (১) কোন স্থাবর পুরাকীর্তি বা সংরক্ষিত পুরাকীর্তির মালিক, লিখিত চুক্তি দ্বারা পরিচালককে উক্ত পুরাকীর্তিটির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং পরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অনুরূপ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে পরিচালক উপ-ধারা (১) এর অধীন চুক্তি দ্বারা কোন পুরাকীর্তির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেই ক্ষেত্রে এই আইন এবং চুক্তিতে সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত পুরাকীর্তির উপর উহার মালিকের অধিকার, সত্ত্ব ও স্বার্থ এইরূপে থাকিবে যেন পরিচালক উক্ত পুরাকীর্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন নাই।

(৩) এই ধারার অধীন পুরাকীর্তি সম্পর্কিত কোন চুক্তিতে নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে, যেমন ঃ-

(ক) পুরাকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণ ;
(খ) পুরাকীর্তির জিম্মাদারি এবং উহার প্রহরার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব ;
(গ) পুরাকীর্তি হস্তান্তর, ধ্বংস, অপসারণ, পরিবর্তন বা বিকৃতকরণ অথবা পুরাকীর্তির উপর বা উহার নিকটবর্তী স্থানে কোন কিছু ক্ষেত্রে মালিকের অধিকার সীমাবদ্ধকরণ ;
(ঘ) জনসাধারণের প্রবেশাধিকারে সুবিধা ;
(ঙ) পুরাকীর্তি পরিদর্শন বা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত মালিক অথবা পরিচালক কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমোদিত সুবিধাদি ;
(চ) পুরাকীর্তির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার এবং মালিক কর্তৃক ব্যয় নির্বাহ ;

০৬/৮/০৬

(ছ) চুক্তি বলবৎকরণ বা প্রতিপালনের ফলে, কোন মালিক বা দখলদার দখলদার বা অন্যকোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইবার ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধান, এবং

(জ) পুরাকীর্তির জিম্মাদারি, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের সহিত সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

(৪) সরকারের অনুমোদন এবং মালিকের সম্মতিক্রমে এই ধারার অধীন সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী, সময়-সময়, পরিবর্তন করা যাইবে।

(৫) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে,পরিচালক কর্তৃক মালিককে বা মালিক কর্তৃক পরিচালককে ছয় মাসের লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই ধারার অধীন সম্পাাদিত পুরাকীর্তি সম্পর্কিত কোন চুক্তির অবসান ঘটানো যাইবে ।

১৩। **কতিপয় নিলামের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী এবং মালিকের মাধ্যমে দাবিকারী ব্যক্তির মালিক কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বকেয়া ভূমি রাজস্ব বা সরকারী দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে, কোন নিলাম বিক্রয়ে, ধারা ১২ এর অধীন চুক্তিভুক্ত পুরাকীর্তি ধারণকারী কোন ভূমি বা সম্পত্তি অথবা অনুরূপ ভূমি বা সম্পত্তির কোন স্বত্ব বা স্বার্থের এবং নিলাম বিক্রয়ে, এবং অনুরূপ চুক্তিবদ্ধ মালিকের নিকট হইতে, মাধ্যমে বা অধীনে কোন পুরাকীর্তির স্বত্ব দাবীকারী প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত চুক্তি দ্বারা বাধ্য থাকিবেন।

১৪। **মালিক সনাক্ত করা যায় না অনুরূপ পুরাকীর্তির জিম্মাদারি, ইত্যাদি।**- যেক্ষেত্রে পুরাকীর্তির মালিক সনাক্ত করা যায় না সেইক্ষেত্রে পরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে মালিক সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুরাকীর্তির জিম্মাদারি, সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৫। **পুরাকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য দানস্বত্বের প্রয়োগ।**- (১) কোন একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য কোন দানস্বত্ব সৃষ্টি করা হইলে অথবা অন্যন্যের মধ্যে উক্ত উদ্দেশ্যে এবং মালিক বা এই সম্পর্কে উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত দানস্বত্ব সঠিকভাবে প্রয়োগ করিতে ব্যর্থ হইলে, এবং পরিচালক কর্তৃক তাহার নিকট প্রদত্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ধারা ১২ এর অধীন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করে অথবা ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে পরিচালক উক্ত দানস্বত্ব বা উহার অংশ বিশেষের সঠিক ব্যবহারের জন্য জেলা জজের আদালতে একটি মামলা দায়ের করিতে অথবা, যেক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের প্রাক্কলিত ব্যয় এক হাজার টাকার অতিরিক্ত হইবে না, সেইক্ষেত্রে জেলা জজের নিকট একটি আবেদন পেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন শুনানীক্রমে জেলাজজ মালিক এবং তাহার নিকট অনুরূপ কোন বক্তিকে তলব এবং পরীক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এবং উক্ত দানস্বত্বের বা উহার কোন অংশের যথাযথ প্রয়োগের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ কোন আদেশ এইরূপে কার্যকর করা হইবে যেন উহা একটি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি।

০৬/৮/০৬

১৬। **সংরক্ষিত স্থাবর পুরাকীর্তি বাধ্যকতামূলক অধিগ্রহণ**।- (১) যদি সরকার, অনুরূপ আশংকা করে যে, কোন সংরক্ষিত অস্থাবর পুরাকীর্তি ধ্বংস, ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার ঝুঁকি রহিয়াছে, তাহা হইলে উপদেষ্টা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে, অনুরূপ পুরাকীর্তি অথবা উহা কোন অংশ ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সনের ১ নং আইন) এর অধীন জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের ক্ষমতা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে না ঃ-

(ক) কোন পুরাকীর্তি বা উহার অংশ যাহা নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা

(খ) কোন পুরাকীর্তি যাহা ধারা ১২এর অধীন বিদ্যমান কোন চুক্তির বিষয়বস্তু ঃ অথবা

(গ) অন্য কোন পুরাকীর্তি, যাহার মালিক বা এতদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি, পরিচালক কর্তৃক প্রস্তাবপ্রাপ্ত হইয়া পরিচালক নির্ধারিত অনধিক ছয় মাস মেয়াদের মধ্যে ধারা ১২ এর অধীন একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হয়।

১৭। **অপব্যবহার, ইত্যাদি হইতে উপাসনার স্থানের নিরাপত্তা বিধান**।- (১) সরকার কর্তৃক পুরাকীর্তি হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত একটি উপাসনার স্থান বা তীর্থ স্থান (**shrine**) উহার বৈশিষ্ট্যের সহিত সঙ্গতিবিহীন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না।

(২) ধারা ১২ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির অধীন পরিচালক কর্তৃক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন অনুরূপ উপাসনালয় বা তীর্থ স্থান চুক্তিপত্রে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, উহার দায়িত্ব যে ব্যক্তি বা সঙ্ঘের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহা কর্তৃক অথবা, অনুরূপ কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ না থাকিলে, সরকার কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন সরকার কোন পুরাকীর্তি সম্পর্কে অধিকার অর্জন করে অথবা পরিচালক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং উক্ত পুরাকীর্তি কোন সম্প্রদায় কর্তৃক ধর্মীয় উপাসনালয় বা আচার অনুষ্ঠান পালনে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হইলে, পরিচালক দূষণ অথবা অপবিত্রতা হইতে উক্ত পুরাকীর্তিটিকে রক্ষা করিবার লক্ষ্যে নিম্নলিখিতরূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন--

(ক) উক্ত পুরাকীর্তি যে সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় , উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নহে অনুরূপ ব্যক্তির প্রবেশাধিকার, পুরাকীর্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মতিতে উল্লিখিত শর্তানুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ;
এবং

(খ) পুরাকীর্তির দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণপূর্বক, এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন বোধে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৬/৮/০৬

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করিলে সর্বোচ্চ তিন মাস কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৮। **সংরক্ষিত স্থাবর পুরাকীর্তি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা**।- ধারা ১২ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে পরিচালক কর্তৃক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইলে অথবা এই আইনের অধীন সরকার কোন প্রকার অধিকার অর্জন করিলে অনুরূপ কোন সংরক্ষিত স্থাবর পুরাকীর্তি, উক্ত চুক্তিতে বা এই আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, উহা প্রশাসন বা সংরক্ষণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নহে অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না।

১৯। **পুরাকীর্তি ধ্বংস, বিনষ্ট, ইত্যাদি নিষিদ্ধ**।- (১) এই আইন অথবা ধারা ১২ এর অধীন কোন চুক্তির বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণ ব্যতীত, কোন পরিচালক তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিয়াছেন অথবা সরকার কোন অধিকার অর্জণ করিয়াছে অনুরূপ কোন পুরকীর্তি ধ্বংস, ভাঙ্গা, বিনষ্ট, পরিবর্তন, ক্ষতিসাধন কিংবা অঙ্গহানী অথবা উহার উপর খোদাইকরণ, লিখন অথবা লিপি উৎকীর্ণ বা স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে, সর্বোচ্চ এক বৎসরের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচারাধীন কোন অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, আদায়কৃত জরিমানা সমুদয় অথবা কোন অংশ, পুরাকীর্তিটিকে অপরাধ সংঘটনের পূর্বকালীন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার কার্যে ব্যয় করা যাইবে।

২০। **পুরাকীর্তি নকল ইত্যাদির জন্য জরিমানা**।- (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন পুরাকীর্তি সম্পর্কে প্রতারণার উদ্দেশ্যে অথবা প্রতারণা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে মর্মে জ্ঞাত হইয়া অথবা অনুরূপ কোন কিছু ঘটিবার সম্ভবনা রহিয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিয়া কোন পুরাকীর্তি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির জন্য অবৈধ লাভ অথবা কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে কোন পুরাকীর্তি নকল করিলে অথবা জালিয়াতি করিলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ছয়মাস কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ বিচারকালে পুরাকীর্তি নকল করিবার বা জাল করিবার অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত উপকরণ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২১। **পুরাকীর্তি সংক্রান্ত ব্যবসা**।- (১) কোন ব্যক্তি পরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স ব্যতিরেকে পুরাকীর্তি সংক্রান্ত ব্যবসা করিতে পারিবেন না।

(২) প্রত্যেক ডিলার পরিচালক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স উহাতে বর্ণিত যে কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে পরিচালক কর্তৃক বাতিল করা যাইবে।

১৩/৮/০৮

(৪) এই ধারার বিধানাবলী প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, পরিচালক-

(ক) পুরাকীর্তির ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে তদকর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা সংক্রান্ত কোন তথ্য তলব করিতে পারিবেন ।

(খ) পুরাকীর্তির ব্যবসার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা কোন বহি রেজিস্টার বা অন্য কোন দলিল পরিদর্শন করিতে অথবা পরিদর্শন করাইতে পারিবেন।

(গ) কোন চত্বরে প্রবেশ এবং অনুসন্ধান করিতে পারিবেন অথবা তাহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে প্রবেশ এবং অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, অথবা তাহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ হইয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকিলে উক্ত পুরাকীর্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে, অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন অপরাধের বিচারকারী আদালত যে পুরাকীর্তির সংশ্লিষ্টতায় অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, সেই পুরাকীর্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। **পুরাকীর্তি রপ্তানি**।- (১) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে পরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন পুরাকীর্তি রপ্তানি করিতে পারিবেন না -

(ক) প্রদর্শনী, বা পরীক্ষা বা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচর্যার লক্ষ্যে পুরাকীর্তির অস্থায়ী রপ্তানির , অথবা

(খ) লাইসেন্সের শর্তাধীনে বিদেশী লাইসেন্সধারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে অথবা অনুসন্ধান ও খননের জন্য; বা

(গ) দুর্লভ প্রকৃতির নহে অনুরূপ বিদেশী রাষ্ট্রের কোন পুরাকীর্তির সহিত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে রপ্তানির জন্য ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রপ্তানি নিষিদ্ধকৃত সকল পুরাকীর্তি সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৬-এর অধীন রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষিত পণ্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ বিধান ব্যতীত সকল বিধান একইভাবে কার্যকর থাকিবে এবং উক্ত আইনের অধীন বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনুমোদিত সকল পুরাকীর্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।

২৩। **পুরাকীর্তির অবস্থান পরিবর্তনে নিষেধাজ্ঞা**।- (১) কোন ব্যক্তি ধারা ২২ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পুরাকীর্তি পরিবহন করিতে পারিবেন না।

০৬/৮/০৬

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে, অনধিক তিন মাস কারাদণ্ড,বা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন অপরাধের বিচারকারী আদালত যে পুরাকীর্তির সংশ্লিষ্টতায় অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, সেই পুরাকীর্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **খনি-খনন এবং আহরণ নিয়ন্ত্রণ**।-(১) যদি সরকার এই মর্মে অভিমত পোষণ করে যে, কোন স্থাবর পুরাকীর্তি রক্ষণ বা সংরক্ষণের প্রয়োজন তাহা হইলে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এলাকায় খনি-খনন, আহরণ, খনন, বিস্ফোরণ এবং এই ধরনের সকল কর্মক্রম অথবা ভারী যানবাহন চলাচল, এতদুদ্দেশ্যে মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স এবং প্রণীত বিধির, অধীন ও উহার শর্ত অনুসরণ ব্যতীত, নিষিদ্ধ ও সীমিতকরণ আবশ্যক হইলে, নিষেধাজ্ঞা অথবা বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের অধীন কোন নিষেধাজ্ঞা ও বাধা-নিষেধ আরোপের ফলে কোন মালিক অথবা দখলদার ক্ষতিগ্রস্থ হইলে তাহাকে উহার যথাপোযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে, অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৫। **লাইসেন্স ব্যতিরেকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন নিষিদ্ধকরণ**।- (১) পরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স এবং উহা শর্ত অনুসরণ ব্যতীত প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন জমিতে খনন কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(২) সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের সহিত সম্পাদিত চুক্তি ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন জমি সংক্রান্ত লাইসেন্স জমির মালিক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে মঞ্জুর করা যাইবে না এবং এই ধরণের চুক্তিতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) অনুরূপ জমির দখল এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে মালিকের অধিকারের উপর বাধা নিষেধ,

(খ) মালিককে পরিশোধযোগ্য ক্ষতিপূরণ অথবা অন্য কোন বিনিময় মূল্য পরিশোধের বিষয় ; এবং

(গ) অনুরূপ খননের উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহারের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সকল বিষয়।

(৩) জাতীয় স্বার্থে সংরক্ষণযোগ্য ভূতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হইবেনা এই মর্মে অঙ্গীকার করিলে অনুরূপ খনন কার্য পরিচালনার জন্য উক্ত জমির মালিককে উপ-ধারা (১) এর অধীন লাইসেন্স প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাইবে না।

০৫/৫/০৬

(৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিবেন, তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন অপরাধের বিচারকারী আদালত খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিদর্শন লইয়া যদি অপরাধ সংঘটিত হয় তাহা হইলে উহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। **লাইসেন্স ব্যতীত সংরক্ষিত পুরাকীর্তির প্রতিকৃতি তৈরির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা**।- পরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সের অধীন এবং উহা অনুসরণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কোন সংরক্ষিত পুরাকীর্তির বা উহার অংশ বিশেষের চলচ্চিত্র তৈরি করিতে পারিবেন না।

২৭। **সংরক্ষিত স্থাবর পুরাকীর্তিতে প্রবেশাধিকার**।- সরকার কর্তৃক এই আইনের অধীন রক্ষণাবেক্ষণকৃত সংরক্ষিত পুরাকীর্তিতে, এই আইনের বিধান এবং তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, জনগণের প্রবেশাধিকার থাকিবে।

২৮। **অপরাধ বিচারের এখতিয়ার**।- সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না এবং সেশন জজের নিম্নের কোন আদালত অনুরূপ কোন অপরাধে বিচার করিবে না।

২৯। **বাজেয়াপ্তকৃত পুরাকীর্তি পরিচালকের নিকট হস্তান্তর**।- বাজেয়াপ্ত অথবা আটককৃত কোন পুরাকীর্তি এই আইনের অধীন জিম্মা, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য পরিচালকের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

৩০। **দায়মুক্তি**।- এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজ বা কার্যের অভিপ্রায়ের জন্য সরকার বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা কার্যধারা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, প্রাক প্রকাশনার পর বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নলিখিত বিধান করা যাইবে -

(ক) এই আইনের অধীন মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের ফরম এবং শর্তাবলী ;
(খ) কোন সংরক্ষিত স্থাবর পুরাকীর্তিতে জনগণের প্রবেশাধিকারের প্রবিধান;
(গ) এই আইনের অধীন কোন লাইসেন্স মঞ্জুর এবং সংরক্ষিত স্থাবর পুরাকীর্তিতে প্রবেশের জন্য ফি আরোপ ;

(ঘ) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিতে এই আইনের অধীন মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের কোন শর্ত বা উহার কোন বিধান লংঘনের জন্য অনধিক পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডের বিধান করা যাইবে।

৩২। **বিলুপ্ত**।

মুজাফফর হুসাইন
সচিব।